বই আমি কেন পড়ি?

নীরদ সি. চৌধুরি

অল্প বয়স হইতেই আমি বই কিনিতে আরম্ভ করি। সেই অভ্যাস আজও চলিয়াছে। বিবাহের জন্যও উহাতে বাধা পড়ে নাই। এই কথাটা বলিতে বাধ্য হইতেছি এই জন্য যে, বাঙালী সমাজে সাধারণত পত্নীরা স্বামীর বইকেনা সম্বন্ধে প্রবল আপত্তি করেন অথবা করিতেন, টাকার সদ্ব্যবহার বস্ত্রালঙ্কারের জন্য না হইয়া অপব্যয় বই কেনাতে হইবে ইহা মনে করিয়া। আমি বাঙালি পত্নীর মুখে স্বকর্ণে এই উক্তি শুনিয়াছি ঃ 'কি সুন্দর একটা বাড়ি দেখে এলাম। একটাও বই নেই।' আত্মীয়রা আমার বিবাহের পর বই কেনার কুপ্রবৃত্তি হইতে আমাকে ছাড়াইবার পরামর্শ স্ত্রীকে দিয়েছিল, তিনি তাহা শোনেন নাই। সুতরাং পাঠ্যাবস্থায় যাহা করতাম, তাহা সারা জীবনই করিয়াছি। মৃত্যু আসন্ন, তবু চলিতেছে এবং মৃত্যু এই কুকর্ম বন্ধ না করিলে চলিবে।...

বই পড়ার আবশ্যকও বৈষয়িক লাভ ভিন্ন নানা করণে হইয়া থাকে। সর্বপ্রথম, ঘুম আনিবার জন্য; দ্বিতীয়ত, যে ধরণের জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা আছে অথচ করিবার মতো সামর্থ্য (আর্থিক বা সামাজিক) নাই, সেই জীবনের বিবরণ পড়িয়া উহাকে নিজের জীবন বলিয়া কল্পনা করিবার জন্য; তৃতীয়,জৈব উত্তেজনা আনিবার জন্য,অর্থাৎ মুদ্রিতরূপে মানবিক মদন ানন্দমোদক খাইবার জন্য, এবং জ্ঞান ও অনুভূতি বাড়াইবার জন্য।

এই সব কারণে পড়া সাধারণত বই ধার করিয়া হয় না। অন্তত যাহারা বই পড়া জ্ঞান ও অনুভূতির দ্বারা সমৃদ্ধ করিবার উপায় বলিয়া মনে করে, তাহারা বই না কিনিয়া পড়েই না। এইভাবে বই কিনিয়া পড়া বিবাহ করিবার মতো, ধার করিয়া পড়া বারবণিতার কাছে যাওয়া কিছুমাত্র দুরূহ নয়। কিন্তু পত্নীকে যদি কেহ ভালবাসে তবে সে তাহকে সারাজীবন ছাড়িয়া যাইতে পারে না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com